# মুক্ত' ভিসি কৃতজ্ঞতা জানালেন ছাত্রলীগকে

আলমগীর মিজান, জাবি

৬ নভেম্বর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ৬ নভেম্বর ২০১৯ ০১:৫৭

দুর্নীতির দায়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ভিসি অধ্যাপক ফারজানা ইসলামের পদত্যাগ দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে অবরুদ্ধ ভিসির বাসভবনের সামনে এ হামলায় শিক্ষক, চার সাংবাদিকসহ অন্তত ৩৫ জন আহত হন। পরে জরুরি সিন্ডিকেট ডেকে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন ভিসি। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের বিকাল (গতকাল) সাড়ে ৪টার মধ্যে হল ত্যাগেরও নির্দেশ দেওয়া হয়। হামলার পর অবরোধমুক্ত উপাচার্য ফারজানা ইসলাম বাসভবন থেকে কার্যালয়ে গিয়ে এ ঘটনাকে গণঅভ্যুত্থান আখ্যায়িত করেন। ছাত্রলীগ 'দায়িত্ব নিয়ে কাজ করায়' তাদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।

এদিকে আন্দোলনকারীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে গতকাল সন্ধ্যায়

জাবি শিক্ষক সমিতি সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সোহেল রানাসহ চার শিক্ষকনেতা পদত্যাগ করেন। তাছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ও হল ত্যাগের নির্দেশ অমান্যের ঘোষণা দিয়ে ক্যাম্পাসেই অবস্থান করছেন শিক্ষার্থীরা। রাত ১২টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আন্দোলনকারীরা ভিসির বাসভবনের পাশে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছিলেন। রাত ১০টার পর কয়েকটি ছাত্রী হলের ছাত্রীরাও হলের তালা ভেঙে বেরিয়ে মিছিল করেন। বিকালেও আন্দোলনকারীরা উপাচার্যের বাসভবন সংলগ্ন রাস্তায় অবস্থান নেন। এ সময় বাসভবনটির সামনে অবস্থান করছিলেন উপাচার্যপন্থি শিক্ষকরা। তাদের আগে সেখানে অবস্থান করছিলেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

advertisement

ওই হামলার আগে ঢাকায় সেতু ভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়েন সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, এটা প্রধানমন্ত্রীর নজরে আছে, এর সর্বশেষ খবর তিনি জানেন। কোনো ব্যবস্থা নিতে হলে তিনি খোঁজখবর নিয়ে নেবেন। সরকারপ্রধান এ ব্যাপারে খুব সজাগ। তিনি বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করছেন, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবেন।

হামলার প্রতিবাদে গতকাল সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মশাল মিছিল করেন ঢাবি শিক্ষার্থীরা। শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন জাবি ও ঢাবির শিক্ষক এবং জাবির সাবেক শিক্ষার্থীরা।

ছাত্রলীগের হামলার আধঘণ্টা পর উপাচার্য তার সমর্থক শিক্ষক পরিবেষ্টিত হয়ে নিজ কার্যালয়ে যান। বাসভবন থেকে কার্যালয় পর্যন্ত তার গাড়ি ঘিরে ও গাড়ির পাদানিতে দাঁড়িয়ে অনেকটা 'প্রটোকল' দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ১০ দিন পর অফিসে প্রবেশ করেন উপাচার্য। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে সাংবাদিকদের সামনে আসেন উপাচার্য। সেখানে তিনি বলেন, আমার জন্য এটা অত্যন্ত আনন্দের একটি দিন। এই কারণে যে আন্দোলনকারীরা তিন মাস থেকে বিভিন্নভাবে বাধা দিচ্ছে। আমাদের চিন্তা করতে হবে কারা, কেন, কীভাবে ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে চায়। একটা মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে আমাকে অসম্মান ও অপদস্থ করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে কোনো প্রমাণ ছাড়াই। যদি কোনো প্রমাণ থাকে, যদি প্রমাণ পায়, তা হলে যা বিচার হবে মেনে নেব।

তিনি আরও বলেন, সংবাদমাধ্যমকে তারা (আন্দোলনকারীরা) অনবরত মিথ্যা তথ্য দিয়েছে, মিথ্যা বলেছে। দেশে একটা জাগরণের সুযোগ এসেছে যে, আমরা সত্য কথা বলার সুযোগ পাব কিনা। আজ মানুষের জেগে ওঠা আমরা দেখেছি। আমার সহকর্মী কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সব ছাত্রছাত্রী বিশেষ করে ছাত্রলীগের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কারণ তারা দায়িত্ব নিয়ে এ কাজটি করেছে। এখন সুষ্ঠুভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য সবাই আমাকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবেন। হামলার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এটি গণঅভ্যুত্থান, আমি বলেছি। আমার কোনো নির্দেশে তারা করেনি। হামলা সেখানে হয়েছে, হামলা এখানেও হতে পারে। যদি হামলা হয়ে থাকে, সেটি প্রক্টর দেখবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪শ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প থেকে জাবি ছাত্রলীগকে ১ কোটি টাকা 'ঈদ সেলামি' দেওয়ার অভিযোগে উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বড় একটি অংশ। গত আগস্ট থেকে 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর' ব্যানারে আন্দোলন চলছে। সোমবার সন্ধ্যায় আন্দোলনকারীরা উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান নিলে তিনি অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। ওই হামলা পর্যন্ত তিনি অবরুদ্ধই ছিলেন।

হামলায় আহত শিক্ষকরা হলেন অধ্যাপক সাঈদ ফেরদৌস, মীর্জা তাসলিমা সুলতানা, অধ্যাপক জামাল উদ্দিন রুনু, অধ্যাপক শামীমা সুলতানা, অধ্যাপক আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া, অধ্যাপক রায়হান রাইন, সহযোগী অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, সহযোগী অধ্যাপক খন্দকার হাসান মাহমুদসহ আরও কয়েকজন। আহত শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাহাথির মুহাম্মদ, মারুফ মোজাম্মেল, সাইমুম ইসলাম, রাকিবুল ইসলাম রনি, আলিফ মাহমুদ, উল্লাস, রুদ্রনীল, সৌমিক বাগচীর নাম জানা গেছে। এ ছাড়া ছন্দা ও সাউদা নামের দুই শিক্ষার্থীকেও মারধর করতে দেখা গেছে। সংবাদ সংগ্রহের সময় হামলায় আহত সাংবাদিকরা হলেনÑ প্রথম আলোর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি মাইদুল ইসলাম, বার্তা টোয়েন্টিফোর ডটকমের প্রতিনিধি আজাদ, বার্তাবাজারের প্রতিনিধি ইমরান হোসাইন, বাংলা লাইভ টোয়েন্টিফোরের প্রতিনিধি আরিফুজ্জামান উজ্জল।

গতকাল বেলা ১১টার দিকে ভিসিপন্থি শিক্ষকরা তাকে বাসা থেকে বের করতে যান। কিন্তু তারা আন্দোলনকারীদের বাসভবনের সামনে থেকে সরাতে ব্যর্থ হন। এর মধ্যেই পৌনে ১২টার দিকে শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি জুয়েল রানার নেতৃত্বে একটি মিছিল সেখানে যায়। এর পরই আন্দোলনকারীদের এলোপাতাড়ি মারধর শুরু হয়। ছাত্রলীগ কর্মীরা শিক্ষার্থীদের লাথি-কিল-ঘুষি দিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এ সময় একাধিক শিক্ষকসহ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে চ্যাংদোলা করে দূরে নিয়ে ফেলতেও দেখা যায়। মারধরের সময় ভিসিসমর্থক শিক্ষক সোহেল আহমেদ, নাসির উদ্দিন, আব্দুল মান্নান চৌধুরী, আতিকুর রহমান, নজরুল ইসলাম, আশরাফুল ইসলাম, মাহমুদুর রহমান জনিসহ কয়েকজন কাছেই ছিলেন। তাদের অবস্থানস্থলের দিক থেকে 'ধর ধর', 'জবাই কর' ও 'মার মার' চিৎকার শোনা যায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ থাকলেও তারা ছিলেন দর্শকমাত্র। এ বিষয়ে জানতে চাইলে তারা কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

হামলায় আহতদের বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। ১৫ জনকে সাভার এনাম মেডিক্যাল কলেজে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় বলে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের খবর ছড়িয়ে পড়লে ক্ষোভে ফেটে পড়েন আন্দোলনকারীসহ সাধারণ শিক্ষার্থীরা। শিক্ষকসহ প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষার্থী বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে ফের ভিসির বাসা অবরোধ করতে গেলে সেখানে অবস্থানরত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তাদের বাধা দেয়। এতে আন্দোলনকারীরা বাসভবন সংলগ্ন সড়কে অবস্থান নেয়।

ছাত্রলীগের হামলার বিষয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষক পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক খবির উদ্দিন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এরকম ন্যক্কারজনক হামলার ঘটনা ইতোপূর্বে দেখা যায়নি। উপাচার্যপন্থি শিক্ষকদের উপস্থিতি ও প্রত্যক্ষ উসকানিতে ছাত্রলীগ আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। ছাত্রলীগ যখন আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে তখন ভিসিপন্থি শিক্ষকরা তাদের স্বাগত জানিয়ে হাততালি দিয়েছেন।

শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি জুয়েল রানা বলেন, আমরা শিবিরমুক্ত ক্যাম্পাস চাই। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে শিবির সংশ্লিষ্টতার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল। তাই তাদের হটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আন্দোলকারীদের মুখপাত্র দর্শন বিভাগের অধ্যাপক রায়হান রাইন বলেন, আন্দোলনে কোনো শিবির সংশ্লিষ্টতা নেই। যে কোনো শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য শিবির ব্লেইম দেওয়াটা পুরনো অপকৌশল। বুয়েটের আবরার ফাহাদকে এভাবেই হত্যা করা হয়েছে। এখানেও একইভাবে অভিযোগ তুলে হামলা চালানো হয়েছে। তিনি বলেন, ভিসির অপসারণ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এমন অনেকেই আজ ছাত্রলীগের হামলায় আহত হয়েছেন, যারা ক্যাম্পাসে বামপন্থি রাজনীতির চিহ্নিত মুখ। তাই তাদের এসব কথা তাদের দুর্নীতি ঢাকার অপকৌশল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর আ স ম ফিরোজ-উল-হাসান বলেন, ঘটনাস্থলে মব তৈরি হয়েছিল। চেষ্টা করেও আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। বড় ঘটনা এড়াতে আমরা তৎপর আছি।